তারিখঃ ২২/০৬/২০২৫

১। অধ্যক্ষ
সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ
মিরপুর-১৪, ঢাকা-১২০৬।

২। অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ
৪৬/২, টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা।

বিষয় ঃ- **২০২৩ সনের ২য় পেশাগত বি.এইচ.এম.এস পরীক্ষার ফরমপূরণ ও ফিস্ জমা দেওয়া প্রসংগে।**

জনাব,

২০২৩ সনের ২য় পেশাগত বি.এইচ.এম.এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আপনার কলেজের পরীক্ষার্থীদের ফরমপূরণ আগামী ৩০/০৬/২০২৫ তারিখের মধ্যে অনলাইনে সম্পন্ন করিয়া ফরমসমূহ স্ব-স্ব কলেজ অফিসে সংরক্ষণ ও ফিস্ অত্র অফিসে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইল। **"www.cmc.du.ac.bd"** এই লিংকে প্রবেশ করে ফরমপূরণের সকল কার্যক্রম শিক্ষার্থী নিজেই সম্পন্ন করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য যে, ৩০/০৬/২০২৫ তারিখের পর সার্ভার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাইবে তাই আর কোন পরীক্ষার্থীর ফরমপূরণ ও ফিস্ জমা নেওয়া সম্ভব হইবে না।

পরীক্ষার ফিস্ ও অন্যান্য ফিসের হার

(ক) প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফিস্ ----------২,২৫০/০০ (দুই হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।
(খ) প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর নম্বরপত্র ফিস্----------৪৫০/০০ (চার শত পঞ্চাশ) টাকা।
(গ) প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কেন্দ্র ফিস্----------৭৫০/০০ (সাত শত পঞ্চাশ) টাকা।
(ঘ) অনিয়মিত প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর রিটেনশন ফিস্----------৭৫০/০০ (সাত শত পঞ্চাশ) টাকা।
(ঙ) সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক নন-কলেজিয়েট পরীক্ষার্থীর নন-কলেজিয়েট ফিস-------২,২৫০/০০ টাকা।

নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসারে ফরম ও ফিস্ দাখিল করিতে হইবে ঃ

১। দেয় ফিসের টাকা **"Fees from the Constituent College"** এই শিরোনামে পে-অর্ডার/ডিডি তৈয়ার করিয়া জমা দিতে হইবে। পে-অর্ডার/ডিডি অবশ্যই হিসেবে দেয় (A/C Payee) হইতে হইবে।

২। যে সকল পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় বারে কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে সেই সকল পরীক্ষার্থীকে "**Irregular**" পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করিতে হইবে এবং রিটেনশন ফিস্ পরিশোধ করিতে হইবে।

৩। যে সকল পরীক্ষার্থী প্রথম বারে কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে সেই সকল পরীক্ষার্থীকে "**Regular**" পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করিতে হইবে এবং রিটেনশন ফিস্ পরিশোধ করিতে হইবে না।

৪। প্রত্যেক বিষয়ের ক্লাশে ছাত্র/ছাত্রীদের কমপক্ষে ৭৫% হাজিরা থাকিতে হইবে। যে সকল ছাত্র/ছাত্রীর ক্লাসে ৬০%-৭৪% হাজিরা আছে সেই সকল ছাত্র/ছাত্রীকে নন-কলেজিয়েট ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে গণ্য করিতে হইবে এবং নন-কলেজিয়েট ফিস পরিশোধ করিতে হইবে। যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ক্লাসে ৬০% এর কম হাজিরা আছে সেই সকল ছাত্র/ছাত্রীকে ডিস-কলেজিয়েট ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে গণ্য হবে। ডিস-কলেজিয়েট ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পরিবে না।

৫। প্রত্যেক বিষয়ের ক্লাশে ছাত্র/ছাত্রীদের কমপক্ষে ৭৫% হাজিরা থাকিতে হইবে। পরীক্ষার্থীরা অনলাইনে ফরমপূরণ সম্পন্ন করার পর পরীক্ষার্থীর নাম, তাহাদের পূর্ববর্তী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সার্টিফিকেটের সঙ্গে যাচাই করিতে হইবে এবং অনলাইনে পরীক্ষার্থীর "**No. of lectures**", "**No. of demonstartions**", "**Practical & Clinical Classes**", "**Tutorials**", "**Remarks**" ঘরসমূহ পূরণ করিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীকে "**Verify**" করিবেন।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

Circular

৬। পরীক্ষার্থী অনলাইনে ফরমপূরণের পর পূরণকৃত ফরম ডাউনলোড করিতে হইবে। ডাউনলোডকৃত ফরমে পরীক্ষার্থী স্বাক্ষর করিয়া কলেজে জামা দিতে হইবে। কলেজ কর্তৃক "**Verify**" কৃত পরীক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য হইবে। শুধু তাহারাই "**Admit Card**" ডাউনলোড করিতে পারিবে। ডাউনলোডকৃত "**Admit Card**" কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় সত্যায়িত করিয়া পরীক্ষার্থীদের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

৭। ফরমে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিলে প্রদত্ত পরীক্ষা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত কোন পরীক্ষার্থীর ফরম ও ফিস জমা দেওয়া যাইবে না।

৯। কলেজের অধিভুক্তি নবায়নের ফটোকপি সত্যায়িত করিয়া জমা দিতে হইবে।

১০। ফিস্ দাখিলের ক্ষেত্রে ডাকযোগে না পাঠাইয়া কলেজের লোক মারফত অত্র অফিসে দাখিল করিতে হইবে। এই জন্য কোন টি.এ./ডি.এ. দেওয়া হইবে না।

১১। ফরওয়ারডিং লেটার এর মাধ্যমে ডিডি/পে-অর্ডার জমা দিতে হইবে এবং ফিসের হিসাবের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে।

১২। সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও ডাচ-বাংলা ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন ব্যাংকের ডিডি/পে-অর্ডার জমা দেওয়া যাইবে না।

১৪। **প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে সকল পরীক্ষার্থীর ফিস্ একবারে প্রেরণ করিতে হইবে। ফিস্ বার বার প্রেরণ করা যাইবে না।**

১৫। **ফরওয়ারডিং লেটার এর মাধ্যমে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর এন্ট্রি ফরম বাবদ জনপ্রতি ১০০/- (একশত) টাকা করে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার "Controller of Examinations (33011288)" শিরোনামে অত্র অফিসে জমাদানের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। নগদ/চেক কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হইবে না। Student Verify ছাড়া ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জমা নেয়া হইবে না।**

প্রশাসনিক ভবন,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আপনার বিশস্ত
স্বাক্ষর/-
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
তারিখঃ ২২/০৬/২০২৫

মেমো নং- **৩৪৯১**/মে. সে./প./৩৩৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল।

১। মাননীয় ডিন, চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. হিমাদ্রি শেখর চক্রবর্তী
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক(ভারপ্রাপ্ত)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।